



ishwarerain.org

ঈশ্বরের আইন: পরিশিষ্ট ২: সুল্লত এবং খ্রিস্টান

সুল্লত: প্রায় সব গির্জা যে আদেশটিকে বাতিল মনে করে

ঈশ্বরের সমস্ত পবিত্র আদেশের মধ্যে, সুল্লতই একমাত্র এমন আদেশ যা প্রায় সব গির্জা ভুলভাবে বাতিল বলে মনে করে। এই ঐকমত্য এতটাই ব্যাপক যে এমনকি পূর্বের মতবাদী প্রতিদ্বন্দ্বী—যেমন ক্যাথলিক গির্জা এবং প্রোটেষ্ট্যান্ট সম্প্রদায় (অ্যাসেম্বলি অফ গড, সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট, ব্যাপটিস্ট, প্রেসবিটারিয়ান, মেথডিস্ট ইত্যাদি)—এবং প্রায়শই সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত গোষ্ঠী, যেমন মরমন এবং যিহোবার সাক্ষীরা, সবাই দাবি করে যে এই আদেশটি ক্রুশে বাতিল হয়ে গেছে।

যিশু কখনো এর বাতিলকরণ শিক্ষা দেননি

খ্রিস্টানদের মধ্যে এই বিশ্বাস এত প্রচলিত হওয়ার দুটি প্রধান কারণ রয়েছে, যদিও যিশু কখনো এমন মতবাদ শিক্ষা দেননি এবং যিশুর সমস্ত প্রেরিত এবং শিষ্য এই আদেশ পালন করেছিলেন—পৌলসহ, যাঁর লেখা প্রায়শই নেতারা ব্যবহার করে জেন্টাইলদের ঈশ্বর নিজে প্রতিষ্ঠিত এই প্রয়োজনীয়তা থেকে “মুক্ত” করতে।

এটি করা হয় যদিও পুরাতন নিয়মে এমন কোনো ভাববাণী নেই যা পরামর্শ দেয় যে, মশীহের আগমনের সাথে, ঈশ্বরের লোক—ইহুদি বা জেন্টাইল যাই হোক—এই আদেশ পালন থেকে মুক্ত হবে। প্রকৃতপক্ষে, **আব্রাহামের** সময় থেকে এগিয়ে, সুল্লত সবসময় প্রয়োজনীয় ছিল, যে কোনো পুরুষের জন্য যিনি ঈশ্বরের পরিত্রাণের জন্য পৃথক করা লোকদের অংশ হতে চান, তিনি আব্রাহামের বংশধর হোন বা না হোন।

চিরন্তন চুক্তির চিহ্ন হিসেবে সুল্লত

কেউ পবিত্র সম্প্রদায়ের (অন্য জাতি থেকে পৃথক করা) অংশ হিসেবে গৃহীত হতো না যদি না তারা সুল্লতের অধীন হতো। সুল্লত ছিল ঈশ্বর এবং তাঁর বিশেষ লোকদের মধ্যে চুক্তির শারীরিক চিহ্ন।

তাছাড়া, এই চুক্তি কোনো নির্দিষ্ট সময় বা আব্রাহামের জৈবিক বংশধরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; এটি সেই সমস্ত বিদেশীদেরও অন্তর্ভুক্ত করেছিল যারা আনুষ্ঠানিকভাবে সম্প্রদায়ে একীভূত হতে এবং ঈশ্বরের সামনে সমান হিসেবে বিবেচিত হতে চেয়েছিল।

প্রভু স্পষ্ট ছিলেন: “এটি কেবল তোমার গৃহে জন্মগ্রহণকারীদের জন্য নয়, বরং তোমার ক্রয়কৃত বিদেশী-জন্ম নেওয়া দাসদের জন্যও সত্য। তারা তোমার গৃহে জন্মগ্রহণ করুক বা তোমার অর্থে কেনা হোক, তাদের সুলভ করতে হবে। তোমার মাংসে আমার চুক্তি চিরন্তন চুক্তি হবে” (আদিপুস্তক ১৭:১২-১৩)।

জেন্টাইল এবং সুলভের প্রয়োজনীয়তা

যদি জেন্টাইলদের (অইহুদি) সত্যিই প্রভু দ্বারা পৃথক করা লোকদের অংশ হওয়ার জন্য এই শারীরিক চিহ্নের প্রয়োজন না হতো, তবে মশীহের আগমনের আগে ঈশ্বরের সুলভের প্রয়োজন হওয়ার কিন্তু পরে না হওয়ার কোনো কারণ থাকত না।

পরিবর্তনের জন্য কোনো ভাববাণীমূলক সমর্থন নেই

এটি সত্য হওয়ার জন্য, ভাববাণীতে এই বিষয়ে তথ্য থাকতে হবে, এবং যিশুকে আমাদের জানাতে হবে যে তাঁর আরোহণের পরে এই পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু পুরাতন নিয়মে জেন্টাইলদের ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে এমন কোনো উল্লেখ নেই যা পরামর্শ দেয় যে তারা কেবল আরাহামের জৈবিক বংশধর না হওয়ার কারণে সুলভ সহ কোনো আদেশ থেকে মুক্ত হবে।

ঈশ্বরের এই আদেশ পালন না করার জন্য দুটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত কারণ

প্রথম কারণ: গির্জা ভুলভাবে শিক্ষা দেয় যে সুলভের আদেশ বাতিল হয়েছে

গির্জা যে প্রথম কারণে শিক্ষা দেয় যে ঈশ্বরের সুলভের আইন বাতিল হয়েছে—কে এটি বাতিল করেছে তা নির্দিষ্ট না করে—তা এই আদেশ পূরণের অসুবিধার মধ্যে নিহিত। গির্জার নেতারা ভয় পান যে যদি তারা সত্য গ্রহণ করে এবং শিক্ষা দেয়—যে ঈশ্বর কখনো এটি বাতিল করার নির্দেশ দেননি—তবে তারা অনেক সদস্য হারাতে পারে।

বিস্মৃতভাবে বলতে গেলে, এই আদেশটি পূরণ করা সত্যিই অসুবিধাজনক। এটি সবসময় ছিল এবং এখনও আছে। চিকিৎসা উন্নতি সত্ত্বেও, একজন খ্রিস্টান যিনি এই আদেশ পালন করতে সিদ্ধান্ত নেন তাকে একজন পেশাদার খুঁজতে হবে, নিজের পকেট থেকে অর্থ দিতে হবে (কারণ বেশিরভাগ স্বাস্থ্য বীমা এটি কভার করে না), প্রক্রিয়াটি সহ্য করতে হবে, অস্ত্রোপচার পরবর্তী অসুবিধা মোকাবিলা করতে হবে, এবং সামাজিক কলঙ্ক সহ্য করতে হবে, প্রায়শই পরিবার, বন্ধু এবং গির্জা থেকে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে।

ব্যক্তিগত সাক্ষ্য

একজন পুরুষকে প্রভুর এই আদেশ পালন করতে সত্যিই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে; অন্যথায়, তিনি সহজেই হাল ছেড়ে দেবেন। এই পথ ত্যাগ করার জন্য উৎসাহ প্রচুর। আমি এটি জানি কারণ আমি ব্যক্তিগতভাবে ৬৩ বছর বয়সে এই আদেশের আনুগত্যে সুলভ হয়েছিলাম।

দ্বিতীয় কারণ: ঐশ্বরিক প্রতিনিধিত্ব বা কর্তৃত্বের ভুল বোঝাবুঝি

দ্বিতীয় কারণ, এবং নিশ্চিতভাবে প্রধান কারণ, হলো গির্জার ঐশ্বরিক প্রতিনিধিত্ব বা কর্তৃত্ব সম্পর্কে সঠিক বোঝার অভাব। এই ভুল বোঝাবুঝি শয়তান প্রথম দিকে কাজে লাগিয়েছিল, যখন যিশুর আরোহণের মাত্র কয়েক দশক পরে, গির্জার নেতাদের মধ্যে

ক্ষমতার বিরোধ শুরু হয়েছিল, যা এই অযৌক্তিক সিদ্ধান্তে পরিণত হয়েছিল যে ঈশ্বর পিতার এবং তাঁর কথিত উত্তরসূরীদের ঈশ্বরের আইনে যে কোনো পরিবর্তন করার কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন।



যিশু পিতার কাছে ফিরে যাওয়ার সাথে সাথে, শয়তান গির্জার নেতাদের প্রভাবিত করতে শুরু করে জেন্টাইলদের ঈশ্বরের চিরন্তন আদেশ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে।

এই বিচ্যুতি সুন্মতের বাইরেও প্রসারিত হয়েছিল, পুরাতন নিয়মের অনেক অন্যান্য আদেশকে প্রভাবিত করেছিল, যা যিশু এবং তাঁর অনুসারীরা সবসময় বিশ্বস্তভাবে পালন করেছিলেন।

ঈশ্বরের আইনের উপর কর্তৃত্ব

শয়তানের প্রেরণায়, গির্জা এই সত্যটি উপেক্ষা করেছিল যে ঈশ্বরের পবিত্র আইনের উপর কোনো কর্তৃত্বের প্রতিনিধিত্ব সরাসরি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসতে হবে—হয় তাঁর পুরাতন নিয়মের নবীদের মাধ্যমে বা তাঁর মশীহের মাধ্যমে।

এটি অকল্পনীয় যে নিছক মানুষ নিজেদের ঈশ্বরের জন্য এত মূল্যবান কিছু যেমন তাঁর আইন পরিবর্তন করার কর্তৃত্ব দেবে। প্রভুর কোনো নবী বা যিশু আমাদের কখনো সতর্ক করেননি যে মশীহের পরে পিতা কোনো গোষ্ঠী বা ব্যক্তিকে, বাইবেলের ভিতরে বা বাইরে যাই হোক, তাঁর ক্ষুদ্রতম আদেশও বাতিল, রদ, সংশোধন বা আপডেট করার ক্ষমতা বা প্রেরণা দেবেন। বিপরীতে, প্রভু স্পষ্টভাবে বলেছেন যে এটি একটি গুরুতর পাপ হবে: “আমি তোমাদের যা আদেশ করি তাতে যোগ করো না এবং তা থেকে বিয়োগ করো না, কিন্তু আমি তোমাদের যে প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের আদেশ দিই তা পালন করো” (দ্বিতীয় বিবরণ ৪:২)।

ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কে ব্যক্তিগততার হ্রাস

অনাকাঙ্ক্ষিত মধ্যস্থতাকারী হিসেবে গির্জা

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্তার মধ্যে সম্পর্কে ব্যক্তিগততার হ্রাস। গির্জার ভূমিকা কখনো ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হওয়ার উদ্দেশ্যে ছিল না। তবে, খ্রিস্টান যুগের প্রথম দিকে, এটি এই ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

প্রত্যেক বিশ্বাসী পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়ে পিতা এবং পুত্রের সাথে ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্কিত হওয়ার পরিবর্তে, মানুষ সম্পূর্ণভাবে তাদের নেতাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল যারা তাদের বলে দেয় প্রভু কী অনুমতি দেন বা নিষেধ করেন।

শাস্ত্রে সীমিত প্রবেশাধিকার

এই গুরুতর সমস্যাটি মূলত ঘটেছিল কারণ, ১৬শ শতাব্দীর সংস্কার পর্যন্ত, শাস্ত্রে প্রবেশাধিকার পুরোহিতদের জন্য সংরক্ষিত একটি সুবিধা ছিল। সাধারণ মানুষের জন্য বাইবেল নিজে পড়া স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ছিল, এই যুক্তিতে যে তারা পুরোহিতদের ব্যাখ্যা ছাড়া এটি বুঝতে অক্ষম।

লোকদের উপর নেতাদের প্রভাব

নেতাদের শিক্ষার উপর নির্ভরতা

পাঁচ শতাব্দী পেরিয়ে গেছে, এবং শাস্ত্রে সর্বজনীন প্রবেশাধিকার থাকা সত্ত্বেও, মানুষ তাদের নেতারা যা শিক্ষা দেয়—সঠিক বা ভুল—তার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে, ঈশ্বর প্রত্যেক ব্যক্তির কাছ থেকে কী চান তা স্বাধীনভাবে শিখতে এবং কাজ করতে অক্ষম হয়ে গেছে।

সংস্কারের আগে ঈশ্বরের পবিত্র এবং চিরন্তন আদেশ সম্পর্কে যে ভুল শিক্ষা ছিল তা প্রতিটি সম্প্রদায়ের সেমিনারির মাধ্যমে এখনও প্রেরণ করা হচ্ছে।

আইন সম্পর্কে যিশুর শিক্ষা

যতদূর আমি জানি, এমন কোনো খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠান নেই যা ভবিষ্যৎ নেতাদের শিক্ষা দেয় যা যিশু স্পষ্টভাবে শিখিয়েছিলেন: যে মশীহের আগমনের পরে ঈশ্বরের কোনো আদেশ তার বৈধতা হারায়নি: “কারণ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যতক্ষণ না আকাশ এবং পৃথিবী অদৃশ্য হয়ে যায়, আইন থেকে ক্ষুদ্রতম অক্ষর বা কলমের ক্ষুদ্রতম টানও কোনোভাবে অদৃশ্য হবে না যতক্ষণ না সবকিছু সম্পন্ন হয়। তাই, যে কেউ এই আদেশগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতম একটিকে একপাশে রাখে এবং অন্যদের তদনুসারে শিক্ষা দেয় সে স্বর্গরাজ্যে ক্ষুদ্রতম বলা হবে, কিন্তু যে কেউ এই আদেশগুলি পালন করে এবং শিক্ষা দেয় সে স্বর্গরাজ্যে মহান বলা হবে” (মথি ৫:১৮-১৯)।

কিছু সম্প্রদায়ে আংশিক আনুগত্য

ঈশ্বরের আদেশের প্রতি নির্বাচনী আনুগত্য

কয়েকটি সম্প্রদায় শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করে যে প্রভুর আদেশগুলি চিরন্তনভাবে বৈধ এবং মশীহের পরে কোনো বাইবেল লেখক এই সত্যের বিরুদ্ধে লেখেননি। তবুও, কোনো রহস্যময় কারণে, তারা খ্রিস্টানদের জন্য এখনও বাধ্যতামূলক আদেশের তালিকা সীমিত করে।

এই সম্প্রদায়গুলি সাধারণত দশটি আদেশ (সহ [সাব্বাথ](#), চতুর্থ আদেশের সপ্তম দিন) এবং লেবীয় পুস্তক ১১-এর [খাদ্য আইন](#)-এর উপর জোর দেয় কিন্তু এর বাইরে যায় না।

নির্বাচনের অসঙ্গতি

সবচেয়ে কৌতূহলজনক বিষয় হলো এই নির্দিষ্ট নির্বাচনগুলির সাথে পুরাতন নিয়ম বা চারটি সুসমাচারের ভিত্তিতে কোনো স্পষ্ট যুক্তি সংযুক্ত নেই যা ব্যাখ্যা করে কেন এই নির্দিষ্ট আদেশগুলি এখনও বৈধ, যখন অন্যগুলি, যেমন [চুল এবং দাড়ি রাখা](#), [ত্রিভুজিত](#) পরা, বা সুল্লত, উল্লেখ বা সমর্থন করা হয় না।

এটি প্রশ্ন উত্থাপন করে: যদি প্রভুর সমস্ত আদেশ পবিত্র এবং ন্যায়সঙ্গত হয়, তবে কেন কিছু পালন করা এবং সবগুলি না করা বেছে নেওয়া হয়?

চিরন্তন চুক্তি

চুক্তির চিহ্ন হিসেবে সুল্লত

সুল্লত হলো ঈশ্বর এবং তাঁর লোকদের মধ্যে চিরন্তন চুক্তি, একটি পবিত্র মানব গোষ্ঠী যিনি বাকি জনসংখ্যা থেকে পৃথক করা হয়েছে। এই গোষ্ঠী সবসময় সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল এবং কখনো আব্রাহামের জৈবিক বংশধরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, যেমনটি কেউ কেউ ধরে নেয়।

যে মুহূর্তে ঈশ্বর আব্রাহামকে এই গোষ্ঠীর প্রথম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, প্রভু সুল্লতকে চুক্তির দৃশ্যমান এবং চিরন্তন চিহ্ন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটি স্পষ্ট করা হয়েছিল যে তাঁর স্বাভাবিক বংশধর এবং যারা তাঁর বংশের নয় উভয়েরই তাঁর লোকদের অংশ হতে চাইলে এই চুক্তির শারীরিক চিহ্নের প্রয়োজন হবে।



শিল্পী জিওভান্নি বেলিনির ১৫শ শতাব্দীর একটি চিত্রকর্মে যিশুরে র্যাবিদের দ্বারা সুল্লত করা হচ্ছে, যোশেফ এবং মরিয়মের সাথে।

ঈশ্বরের চিরন্তন আইন পালন না করার যুক্তি হিসেবে প্রেরিত পৌলের লেখা

বাইবেলের ক্যাননে মার্সিয়নের প্রভাব

খ্রিস্টের আরোহণের পরে উদ্ভূত বিভিন্ন লেখা সংকলনের প্রথম প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে একটি করেছিলেন [মার্সিয়ন](#) (৮৫ – ১৬০ খ্রিস্টাব্দ), দ্বিতীয় শতাব্দীর একজন ধনী জাহাজ মালিক। মার্সিয়ন পৌলের একজন উৎসাহী অনুসারী ছিলেন কিন্তু ইহুদিদের ঘৃণা করতেন।

তাঁর বাইবেল মূলত পৌলের লেখা এবং তাঁর নিজের সুসমাচার নিয়ে গঠিত ছিল, যাকে অনেকে লূকের সুসমাচারের চুরি করা সংস্করণ মনে করে। মার্সিয়ন অন্য সমস্ত সুসমাচার এবং পত্র প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সেগুলিকে অপ্রেমিত বলে বাতিল করেছিলেন। তাঁর বাইবেলে পুরাতন নিয়মের সমস্ত উল্লেখ মুছে ফেলা হয়েছিল, কারণ তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন যে যিশুর পূর্বের ঈশ্বর পৌল যে ঈশ্বরের কথা বলেছেন তিনি এক নন।

মার্সিয়নের বাইবেল রোমের গির্জা দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল এবং তাকে ধর্মদ্রোহী হিসেবে নিন্দিত করা হয়েছিল, কিন্তু প্রেরিত পৌলের লেখাকে ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত একমাত্র হিসেবে এবং পুরো পুরাতন নিয়ম এবং মথি, মার্ক, এবং যোহানের সুসমাচার প্রত্যাখ্যানের তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ইতিমধ্যে অনেক প্রাথমিক খ্রিস্টানের বিশ্বাসকে প্রভাবিত করেছিল।

ক্যাথলিক গির্জার প্রথম আনুষ্ঠানিক ক্যানন

নতুন নিয়মের ক্যাননের উন্নয়ন

প্রথম নতুন নিয়মের ক্যানন আনুষ্ঠানিকভাবে চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে স্বীকৃত হয়েছিল, যিশু পিতার কাছে ফিরে যাওয়ার প্রায় ৩৫০ বছর পরে। রোম, [হিপ্পো \(৩৯৩\)](#), এবং [কার্থেজ \(৩৯৭\)](#)-এ ক্যাথলিক গির্জার পরিষদগুলি আজ আমরা যে ২৭টি নতুন নিয়মের পুস্তক জানি তা চূড়ান্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

এই পরিষদগুলি খ্রিস্টান সম্প্রদায়গুলিতে প্রচলিত বিভিন্ন ব্যাখ্যা এবং পাঠ্য মোকাবিলা করার জন্য ক্যানন একত্রিত করতে সহায়ক ছিল।

বাইবেল গঠনে রোমের বিশপদের ভূমিকা

পৌলের পত্রের অনুমোদন এবং অন্তর্ভুক্তি

পৌলের পত্রগুলি চতুর্থ শতাব্দীতে রোম দ্বারা অনুমোদিত লেখার সংগ্রহে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ক্যাথলিক গির্জা দ্বারা পবিত্র বলে বিবেচিত এই সংগ্রহটি ল্যাটিনে *Biblia Sacra* এবং গ্রীক ভাষায় *Τὰ βιβλία τὰ ἅγια* (*ta biblia ta hagia*) নামে পরিচিত ছিল।

কয়েক শতাব্দী ধরে কোন লেখাগুলি আনুষ্ঠানিক ক্যানন গঠন করবে তা নিয়ে বিতর্কের পর, গির্জার বিশপরা ইহুদি পুরাতন নিয়ম, চারটি সুসমাচার, প্রেরিতকর্ম (লুকের কৃত বলে গণ্য), গির্জাগুলির জন্য পত্র (পৌলের পত্র সহ), এবং যোহনের প্রকাশিত বাক্যকে অনুমোদন করে পবিত্র বলে ঘোষণা করেছিলেন।

যিশুর সময়ে পুরাতন নিয়মের ব্যবহার

এটি উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে যিশুর সময়ে, সমস্ত ইহুদি, যিশু নিজেসহ, তাদের শিক্ষায় একচেটিয়াভাবে পুরাতন নিয়ম পড়তেন এবং উল্লেখ করতেন। এই অনুশীলন প্রধানত পাঠ্যের গ্রীক সংস্করণের উপর ভিত্তি করে ছিল, যা [সেপ্টুয়াজিন্ট](#) নামে পরিচিত, যা খ্রিস্টের প্রায় তিন শতাব্দী আগে সংকলিত হয়েছিল।

পৌলের লেখা ব্যাখ্যার চ্যালেঞ্জ

জটিলতা এবং ভুল ব্যাখ্যা

পৌলের লেখা, যিশুর পরে অন্য লেখকদের মতো, অনেক শতাব্দী আগে গির্জা দ্বারা অনুমোদিত আনুষ্ঠানিক বাইবেলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং তাই খ্রিস্টান বিশ্বাসের জন্য মৌলিক বলে বিবেচিত হয়।

কিন্তু সমস্যাটি পৌলের মধ্যে নয়, তাঁর লেখার ব্যাখ্যার মধ্যে। তাঁর পত্রগুলি একটি জটিল এবং কঠিন শৈলীতে লেখা হয়েছিল, যা তাঁর সময়ে ইতিমধ্যে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে স্বীকৃত ছিল (যেমন ২ পিতর ৩:১৬-এ উল্লেখিত), যখন সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক

প্রেক্ষাপট পাঠকদের কাছে এখনও পরিচিত ছিল। শতাব্দী পরে, সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে এই পাঠ্যগুলি ব্যাখ্যা করা কঠিনতা বাড়ায়।

কর্তৃত্ব এবং ব্যাখ্যার প্রশ্ন

পৌলের কর্তৃত্বের বিষয়

মূল বিষয়টি পৌলের লেখার প্রাসঙ্গিকতা নয়, বরং কর্তৃত্ব এবং এর হস্তান্তরের মৌলিক নীতি। যেমনটি পূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, গির্জা পৌলের জন্য যে কর্তৃত্ব দাবি করে ঈশ্বরের পবিত্র এবং চিরন্তন আদেশ বাতিল, রদ, সংশোধন বা আপডেট করার জন্য তা তাঁর পূর্ববর্তী শাস্ত্র দ্বারা সমর্থিত নয়। তাই, এই কর্তৃত্ব প্রভুর কাছ থেকে আসে না।

পুরাতন নিয়ম বা সুসমাচারে এমন কোনো ভাববাণী নেই যা ইঙ্গিত করে যে মশীহের পরে, ঈশ্বর তর্ক থেকে একজন ব্যক্তিকে পাঠাবেন যাঁর কথা সকলের শোনা এবং অনুসরণ করা উচিত।

পুরাতন নিয়ম এবং সুসমাচারের সাথে ব্যাখ্যা সামঞ্জস্য করা

সামঞ্জস্যের প্রয়োজনীয়তা

এর মানে হলো পৌলের লেখার যে কোনো বোঝা বা ব্যাখ্যা ভুল যদি তা তাঁর পূর্ববর্তী প্রকাশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়। তাই, যে খ্রিস্টান সত্যিই ঈশ্বর এবং তাঁর বাক্যকে ভয় করে তাকে পত্রগুলির—পৌল বা অন্য কোনো লেখকের—যে কোনো ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করতে হবে যা প্রভু তাঁর পুরাতন নিয়মের নবীদের মাধ্যমে এবং তাঁর মশীহ, যিশুর মাধ্যমে যা প্রকাশ করেছেন তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

শাস্ত্র ব্যাখ্যায় নমনতা

খ্রিস্টানের জ্ঞান এবং নমনতা থাকতে হবে এই বলতে:

“আমি এই অনুচ্ছেদ বুঝতে পারি না, এবং আমি যে ব্যাখ্যাগুলি পড়েছি তা মিথ্যা কারণ তাতে প্রভুর নবীদের এবং যিশু যে বাণী বলেছেন তার সমর্থন নেই। আমি এটি একপাশে রাখব যতক্ষণ না একদিন, যদি প্রভুর ইচ্ছা হয়, তিনি আমাকে এটি ব্যাখ্যা করেন।”

জেন্টাইলদের জন্য একটি মহান পরীক্ষা

আনুগত্য এবং বিশ্বাসের পরীক্ষা

এটিকে জেন্টাইলদের উপর প্রভু যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা আরোপ করতে বেছে নিয়েছেন তা বিবেচনা করা যেতে পারে, যে পরীক্ষাটি ইহুদি জনগণ কানানে তাদের যাত্রার সময় মুখোমুখি হয়েছিল তার সমান। যেমনটি দ্বিতীয় বিবরণ ৮:২-এ বলা হয়েছে: “মনে রাখো কীভাবে প্রভু তোমার ঈশ্বর তোমাকে এই চল্লিশ বছর মরুভূমিতে পথ দেখিয়েছিলেন, তোমাকে নমন করতে এবং পরীক্ষা করতে যাতে জানা যায় তোমার হৃদয়ে কী আছে, তুমি তাঁর আদেশ পালন করবে কি না।”

আনুগত্যকারী জেন্টাইলদের চিহ্নিত করা

এই প্রেক্ষাপটে, প্রভু জানতে চান কোন জেন্টাইলরা সত্যিই তাঁর পবিত্র লোকদের সাথে যোগ দিতে ইচ্ছুক। এরা তারাই যারা সুন্নত সহ সমস্ত আদেশ পালন করতে সিদ্ধান্ত নেয়, গির্জা থেকে তীর চাপ এবং গির্জাগুলির জন্য পত্রে বহু অনুচ্ছেদ সঙ্কেত যা মনে হয় যে বেশ কয়েকটি আদেশ—নবী এবং সুসমাচারে চিরন্তন হিসেবে বর্ণিত—জেন্টাইলদের জন্য প্রত্যাহার করা হয়েছে।

মাংস এবং হৃদয়ের সুন্নত

একটি সুন্নত: শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক

এটি স্পষ্ট করা গুরুত্বপূর্ণ যে সুন্নতের দুটি প্রকার নেই, কেবল একটি: শারীরিক। এটি সকলের কাছে স্পষ্ট হওয়া উচিত যে বাইবেল জুড়ে ব্যবহৃত “হৃদয়ের সুন্নত” বাক্যটি সম্পূর্ণভাবে রূপক, যেমন “ভাঙা হৃদয়” বা “আনন্দিত হৃদয়।”

যখন বাইবেল বলে যে কেউ “হৃদয়ে অসুন্নত,” এটি কেবল বোঝায় যে ব্যক্তিটি যেভাবে জীবনযাপন করা উচিত, যিনি সত্যিই ঈশ্বরকে ভালোবাসেন এবং তাঁর আনুগত্য করতে ইচ্ছুক, সেভাবে জীবনযাপন করছেন না।

শাস্ত্র থেকে উদাহরণ

অন্য কথায়, এই ব্যক্তি শারীরিকভাবে সুন্নত হতে পারে, কিন্তু তার জীবনযাপনের পদ্ধতি ঈশ্বর তাঁর লোকদের কাছ থেকে যে জীবন আশা করেন তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। নবী যিরমিয়ার মাধ্যমে, ঈশ্বর ঘোষণা করেছিলেন যে সমগ্র ইসরায়েল “হৃদয়ে অসুন্নত” অবস্থায় ছিল: “কারণ সমস্ত জাতি অসুন্নত, এবং ইসরায়েলের সমগ্র গৃহ হৃদয়ে অসুন্নত” (যিরমিয় ৯:২৬)।

স্পষ্টতই, তারা সকলেই শারীরিকভাবে সুন্নত ছিল, কিন্তু ঈশ্বর থেকে মুখ ফিরিয়ে এবং তাঁর পবিত্র আইন ত্যাগ করে, তারা হৃদয়ে অসুন্নত হিসেবে বিচারিত হয়েছিল।

শারীরিক এবং হৃদয়ের সুন্নত প্রয়োজন

ঈশ্বরের সমস্ত পুরুষ সন্তান, ইহুদি বা জেন্টাইল যাই হোক, সুন্নত হতে হবে—শুধু শারীরিকভাবে নয়, হৃদয়েও। এটি এই স্পষ্ট বাণীতে প্রকাশিত হয়েছে: “এটি সার্বভৌম প্রভু বলেন: ইসরায়েলের লোকদের মধ্যে বসবাসকারী কোনো বিদেশী, যদি তারা শরীরে এবং হৃদয়ে সুন্নত না হয়, তবে আমার পবিত্র স্থানে প্রবেশ করতে পারবে না” (ইজিকিয়েল ৪৪:৯)।

মূল সিদ্ধান্ত

1. হৃদয়ের সুন্নতের ধারণা সবসময় বিদ্যমান ছিল এবং নতুন নিয়মে সত্য শারীরিক সুন্নতের প্রতিস্থাপন হিসেবে প্রবর্তিত হয়নি।
2. সুন্নত ঈশ্বরের লোকদের সকলের জন্য প্রয়োজনীয়, ইহুদি বা জেন্টাইল যাই হোক।

সুন্নত এবং জলের বাপ্তিস্ম

একটি মিথ্যা প্রতিস্থাপন

কেউ কেউ ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে জলের বাপ্তিস্ম খ্রিস্টানদের জন্য সুলভের বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এই দাবি সম্পূর্ণভাবে মানব উদ্ভাবন, প্রভুর আদেশের প্রতি আনুগত্য এড়ানোর একটি প্রচেষ্টা।

যদি এই দাবি সত্য হতো, তবে আমরা নবী বা সুসমাচারে এমন অনুচ্ছেদ পেতাম যা ইঙ্গিত করে যে মশীহের আরোহণের পরে, ঈশ্বর তাঁর লোকদের সাথে যোগ দিতে ইচ্ছুক জেন্টাইলদের কাছ থেকে আর সুলভের প্রয়োজন করবেন না এবং বাপ্তিস্ম এর স্থান নেবে। তবুও, এমন কোনো অনুচ্ছেদ নেই।

জলের বাপ্তিস্মের উৎপত্তি

তাছাড়া, এটি উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে জলের বাপ্তিস্ম খ্রিস্টধর্মের আগে থেকেই বিদ্যমান। যোহন ব্যাপটিস্ট বাপ্তিস্মের “উদ্ভাবক” বা “পথপ্রদর্শক” ছিলেন না।

বাপ্তিস্মের ইহুদি উৎপত্তি (মিকভেহ)

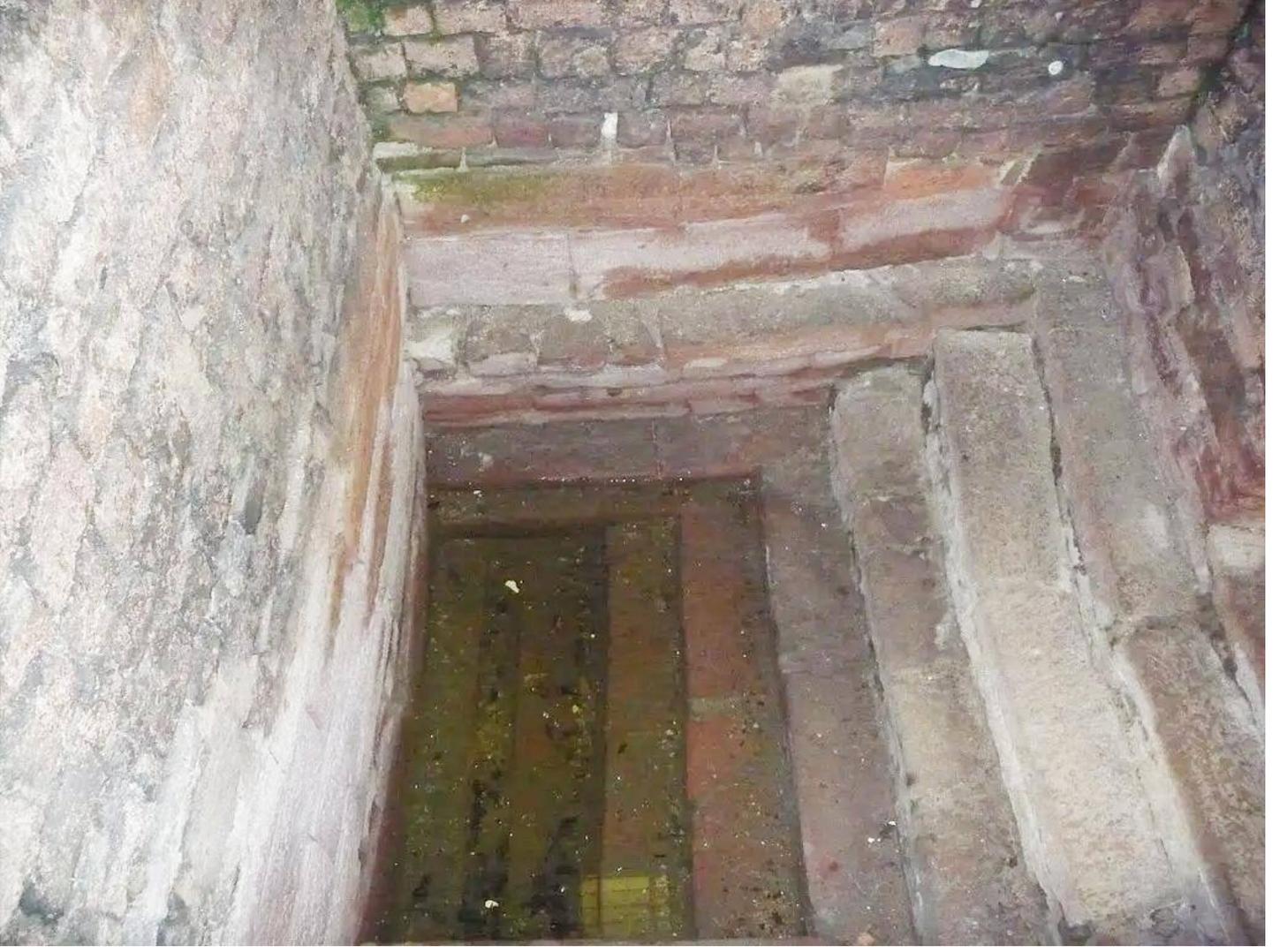
পবিত্রকরণের আচার হিসেবে মিকভেহ

বাপ্তিস্ম, বা **মিকভেহ**, যোহন ব্যাপটিস্টের সময়ের অনেক আগে থেকেই ইহুদিদের মধ্যে নিমজ্জনের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত আচার ছিল। মিকভেহ পাপ এবং আচারিক অপবিত্রতা থেকে পবিত্রকরণের প্রতীক ছিল।

যখন একজন জেন্টাইল সুলভ হতো, তখন তারা একটি মিকভেহ-ও করতো। এই কাজটি কেবল আচারিক পবিত্রকরণের জন্যই নয়, তাদের পুরানো পৌত্তলিক জীবনের মৃত্যু—পানিতে “সমাধিস্থ” হওয়া—এবং জন্মের গর্ভের জলের স্মৃতি জাগানো পানি থেকে উঠে আসা, একজন ইহুদি হিসেবে নতুন জীবনে পুনর্জন্মের প্রতীক ছিল।

যোহন ব্যাপটিস্ট এবং মিকভেহ

যোহন ব্যাপটিস্ট একটি নতুন আচার তৈরি করছিলেন না বরং একটি বিদ্যমান আচারকে নতুন অর্থ দিচ্ছিলেন। জেন্টাইলদের তাদের পুরানো জীবনে “মৃত্যু” এবং ইহুদি হিসেবে “পুনর্জন্ম” হওয়ার পরিবর্তে, যোহন পাপে জীবনযাপনকারী ইহুদিদেরও “মৃত্যু” এবং অনুতাপের কাজ হিসেবে “পুনর্জন্ম” হতে আহ্বান করেছিলেন।



জার্মানির ওয়র্মস শহরে অবস্থিত ইহুদিদের আচারিক শুদ্ধিকরণের জন্য ব্যবহৃত একটি প্রাচীন মিকভেহ।

কিন্তু এই নিমজ্জন অগত্যা এককালীন ঘটনা ছিল না। ইহুদিরা যখনই আচারিকভাবে অপবিত্র হতো, যেমন মন্দিরে প্রবেশের আগে, তখনই নিজেদের নিমজ্জিত করতো। তারা সাধারণত—এবং আজও করে—ইয়োম কিপ্পুরে অনুতাপের কাজ হিসেবে নিমজ্জন করে।

বাপ্তিস্ম এবং সুল্লতের পার্থক্য

আচারগুলির স্বতন্ত্র ভূমিকা

বাপ্তিস্ম সুল্লতের স্থান নিয়েছে এই ধারণা শাস্ত্র বা ঐতিহাসিক ইহুদি অনুশীলন দ্বারা সমর্থিত নয়। যদিও বাপ্তিস্ম (মিকভেহ) অনুতাপ এবং পবিত্রকরণের একটি অর্থপূর্ণ প্রতীক ছিল এবং রয়েছে, এটি কখনো সুল্লতের স্থান নেওয়ার উদ্দেশ্যে ছিল না, যা ঈশ্বরের চুক্তির চিরন্তন চিহ্ন।

উভয় আচারই তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্য ধরে রাখে, এবং একটি অন্যটিকে অস্বীকার করে না।